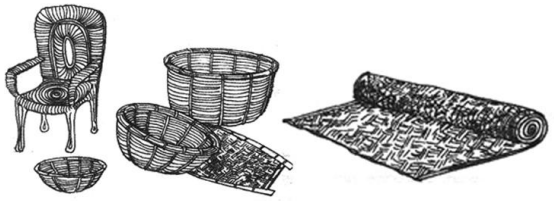

তৃতীয় অধ্যায়

বাঙালির সংস্কৃতি ও শিল্পকলা

বিষয়-সংক্ষেপ

বাঙালি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির অধিকারী একটি প্রাচীন জাতি। সৃষ্টিশীল কাজ ও ঐতিহ্য আমাদের চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে ভূমিকা রাখে। এ সমস্ত শিল্পকলার চর্চা হয়ে আসছে প্রাচীণ কাল থেকে। দৃশ্যশিল্প, সাহিত্যশিল্প ও সংগীত শিল্প এই তিন শাখায় আমাদের অবদান ও কীর্তি চিরস্মরণীয়। পোড়ামাটির শিল্প, তাঁতশিল্প, স্থাপত্য নির্দশণ ইত্যাদি দৃশ্যশিল্পের অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্যশিল্প সমৃদ্ধ হয়েছে বাঙালির প্রথম সাহিত্যকর্ম চর্যাপদের পর বৈষ্ণব পদাবলী, বিভিন্ন মঙ্গালকাব্য ও পুঁথিসাহিত্যের পথ ধরে। ইংরেজ আমলে বাংলা গদ্যের সূচনা হয়। তখন থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশ শুরু। কীর্তনগান, আঞ্চলিক লোকগান, শহরাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী গান ও নাগরিক সংগীতের বিকাশের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা গান সমৃদ্ধি লাভ করেছে। আধুনিক কালের মননচর্চা ও সৃজনশীলতা চর্চার জন্য গড়ে উঠেছে নানান সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পে অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে অসংখ্য গুণীজন ও প্রতিভাধর ব্যক্তি নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এসব ব্যক্তিত্বের অবদানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের কৃতিত্ব বিশ্ব পরিসরে আমাদের পরিচিতি দিয়েছে।

পাঠ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি

শিল্পকলা : মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে, যেসব জিনিস ব্যবহার করে, যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করে, যা কিছু সৃষ্টি করে, সব নিয়েই তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতিতে জাতির চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিবার পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলোকে আমরা বলি শিল্পকলা।

সংস্কৃতি : মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে, যেসব জিনিস ব্যবহার করে, যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করে, যা কিছু সৃষ্টি করে, সব নিয়েই তার সংস্কৃতি, খাদ্য, বাসস্থান, তৈজসপত্র, যানবাহন, পোশাক, অলঙ্কার, উৎসব, গীতবাদ্য, ভাষা-সাহিত্য সবই তার সংস্কৃতির অংশ।

টেরাকোটা : মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি উৎকীর্ণ করে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়াই হলো টেরাকোটা। টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্প দৃশ্যশিল্পে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দিনাজপুরের কান্তজির মন্দিরে পোড়ামাটির মাধ্যমে রামায়নের কাহিনী ও পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারের পোড়ামাটির কাজ টেরাকোটার উদাহরণ।

নকশিকাঁথা : নকশিকাঁথা বলতে বোঝায় এক ধরনের নকশা অঙ্কিত কাঁথা। বাংলার লোকজ সংস্কৃতির একটি অন্যতম উপাদান হলো এই নকশিকাঁথা। মূলত বর্ষাকালে পল্লিগ্রামের মেয়েদের হাতে যখন কোনো কাজ থাকে না সেই অবসরে একান্তে বসে বসে সুঁই-সুতার শৈল্পিক বুননে কাঁথার মধ্যে নানা নকশা ফুটিয়ে তোলে। ফুল, পাখি, পরিবেশ, নিজেদের জীবনের দুঃখ-দৈন্য, আনন্দ-বেদনার নিবিড় স্পর্শ জড়িয়ে থাকে নকশিকাঁথার প্রতিটা গাঁথুনিতে। আবহমান বাংলার সমৃদ্ধ লৌকিক সংস্কৃতির এক আশ্চর্য সৃজনশীল উপাদান হলো এই নকশিকাঁথা।

চর্যাপদ : বাঙালির প্রথম যে সাহিত্যকর্মের সন্ধান পাওয়া যায় তাই চর্যাপদ নামে পরিচিত। চর্যাপদের পদগুলো প্রাচীনকালের বৌদ্ধ ভিক্ষু সাধকগণের মুখ নিঃসৃত ধর্মীয় বাণী। পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম নেপালের রাজ দরবার থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। চর্যাগীতির বিখ্যাত রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন লুই পা ও কহ্ন পা, বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হলো চর্যাপদ।

বৈষ্ণব পদবলী : সুলতানি আমলে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাবে বাংলায় কীর্তন গান রচনার জোয়ার আসে। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনী নিয়ে এসব আবেগপূর্ণ গান রচিত হয়েছে। এগুলোকে বলা হয় বৈষ্ণব পদাবলী। এ পদাবলীর বিখ্যাত পদকর্তাদের মধ্যে আছেন বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস প্রমুখ। অনেক মুসলমান কবিও বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেন।

বাংলার চিরসংগীত : বাংলা চিরকালই সংগীতের দেশ। কীর্তনগান, বাউল, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, পালাগান, বারমাস্যা, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা ইত্যাদি বহু ধরনের আঞ্চলিক লোকগান ছড়িয়ে আছে সারা বাংলা জুড়ে।

বাংলা একাডেমি : ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে ১৯৫৪ এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা একাডেমি। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অবিরাম গবেষণা ও প্রকাশনা চালিয়ে যাচ্ছে। এটিকে জাতির মিলনের প্রতীক বলা হয়।

অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. প্রাচীনকালে বাংলার কোন কাপড়ের বেশ সুনাম ছিল?
ক কার্পাস খ পত্রোর্ণ গ ক্ষৌম ● দুকূল

২. সুলতানি আমলে বাংলার কোন ক্ষেত্রে ইরানি তুরানি প্রভাব বেশি লক্ষ করা যায়?
ক সাহিত্যকর্মে ● স্থাপত্যশিল্পে
গ উচ্চাঙ্গ সংগীতে ঘ তাঁতশিল্পে

৩. কীর্তনগান রচনায় মুসলমান কবিগণও অংশগ্রহণ করেছিলেন। কেননা সুলতানি আমলে–
i. হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ
ii. শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাব ছিল ব্যাপক
iii. এটিই বাঙালির প্রথম সাহিত্যকর্ম ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● i ও ii ঘ i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
মনু মাঝি নৌকা বাইছে। নতুন ধানে ভরা তার নৌকা। মনের সুখে গলা ছেড়ে গাইছে বাংলার চির পরিচিত একটি গান।

'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না।'

[ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আন্তঃ বিদ্যালয়]

৪. মনু মাঝি কোন ধরনের গান গাইছেন?
● মুর্শিদি খ বারমাস্যা
গ ভাওয়াইয়া ঘ বাউল

৫. মন্ মাঝির গানের মধ্যে কোনটি বেশি প্রকাশ পেয়েছে?
● আধ্যাত্মিক সাধনা খ নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
গ নৈসর্গিক অবস্থা ঘ সাহিত্য শিল্পের চর্চা

গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬. **হিন্দু ও বৌদ্ধরা দেবদেবী ও ঈশ্বরের মূর্তি বানানোর জন্য এটেলমাটির সাথে আর কী ব্যবহার করত?**
ক সাদা পাথর খ ইট
গ বাঁশ ● কালো কাস্ট পাথর

৭. **বাংলার প্রথম সাহিত্য কনার নাম কী?**
ক মহাভারত খ চন্ডিদাস
● চর্যাপদ ঘ সীতার বনবাস

৮. **মুর্শিদি, পালাগান, গাম্ভীরা ইত্যাদি কী ধরনের গান?**
ক উচ্চাঙ্গসংগীত খ আধুনিক গান
● আঞ্চলিক লোকগান ঘ রবীন্দ্রসংগীত

৯. **প্রায় কত বছর আগে চর্যাপদ রচিত হয়েছিল?**
ক এক হাজার বছর ● দেড় হাজার বছর
গ দুই হাজার বছর ঘ তিন হাজার বছর

১০. **কোন আমলে শ্রীচৈতন্যের ভাবধারার প্রভাবে বাংলায় কীর্তন গান রচনার জোয়ার আসে?**
ক পাল খ সেন গ মোঘল ● সুলতানি

১১. **কাজী নজরুল ইসলাম কত হাজার গান লিখেছেন?**
ক প্রায় তিন হাজার খ প্রায় চার হাজার
গ প্রায় পাঁচ হাজার ● প্রায় ছয় হাজার

১২. ছোট সোনা মসজিদ, নবাব কাটারা কোন আমলের স্থাপত্য নিদর্শন?
ক মোঘল ● সুলতানি গ ব্রিটিশ ঘ পাকিস্তানি

১৩. **কাকে চিত্রকলার পথিকৃৎ বলা হয়?**
ক কামরুল হাসান ● জয়নুল আবেদিন
গ এস, এম সুলতান ঘ সফিউদ্দিন আহমেদ

১৪. **লোকগানে আবদুল আলীম কী হিসেবে পরিচিত ছিলেন?**
ক সম্রাট খ রাজা ● যুবরাজ ঘ ওস্তাদ

১৫. **দেশীয় দেবদেবীকে নিয় রচিত কাব্যকাহিনী কী নামে পরিচিত?**
● মঙ্গালকাব্য খ রোমান্টিক কাব্য
গ গদ্যকাব্য ঘ ছন্দকাব্য

১৬. **দিনাজপুর কান্তজি মন্দিরের টেরাকোটা শিল্পকর্মে ফুটে উঠেছে–**
● সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি খ অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি
গ সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ঘ যুদ্ধের কলাকৌশলের প্রতিচ্ছবি

১৭. **সুলতানি আমলে বাংলার কোন ক্ষেত্রে ইরানি সংস্কৃতির প্রভাব বেশি লক্ষ করা যায়?**
ক সাহিত্য কর্মে ● স্থাপত্য শিল্পে
গ তাঁত শিল্পে ঘ উচ্চাঙ্গ সংগীতে

১৮. **প্রাচীনকালে বাংলায় কোন কাপড়ের বেশ সুনাম ছিল?**
ক কার্পাস ● দুকূল গ ক্ষৌম ঘ পত্রোর্ণ

১৯. **পুঁথিশিল্প সমৃদ্ধ ছিল কোন যুগে?**
ক সেন খ পাল গ মোঘল ● সুলতানি

২০. **নকশি কাঁথা শিল্পকর্মটি টিকিয়ে রেখেছেন কারা?**
ক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ● দরিদ্র নারীরা
গ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ঘ শিল্প প্রতিষ্ঠান

২১. **রাইসা শিক্ষা সফরে পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার হতে ঘুরে এসেছে। রাইসা বাংলাদেশের শিল্পকলার কোন শাখার সাথে পরিচিত হয়েছে?**
ক চিত্রশিল্প খ লোকশিল্প ● দৃশ্যশিল্প ঘ সাহিত্যশিল্প

২২. **খাসা, এলাচি, মলমল, সুসিজ এগুলো কিসের নাম?**
ক মসলার নাম ● কাপড়ের নাম
গ মজাদার খাবারের নাম ঘ তাঁত শিল্পের নাম

২৩. **আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত গড়েছেন কে?**
● ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসগর খ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোধ্যায়
গ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪. **বৈষ্ণব পদাবলীর বিখ্যাত পদকর্তা কে?**
ক বিদ্যাসাগর খ কাহ্ন পা ● জ্ঞান দাস ঘ ঘনরাম

২৫. **অন্নদামঙ্গাল কে রচনা করেন?**
ক বিজয় গুপ্ত খ ঘনরাম গ মুকুন্দরাম ● ভারত চন্দ্র

২৬. **"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি"– এ গানের সুর কোন গানের সুর থেকে নেওয়া হয়েছে?**
● বাউল খ ভাওয়াইয়া গ মুর্শিদি ঘ গম্ভীরা

২৭. **বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনটি?**
● ললিতকলা চর্চা করা খ সাহিত্য চর্চায় উৎসাহিত করা
গ সাংস্কৃতিক নিদর্শন ঘ জাতীয়তাবাদ চর্চা

২৮. **যুক্তিবাদী মননশীল প্রবন্ধ সাহিত্যের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন কারা?**
ক আহসান হাবিব ও আব্দুল হক
খ মোতাহার হোসেন চৌধুরী ও আবু ইসহাক
গ সৈয়দ শামসুল হক ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
● কাজী মোতাহের হোসেন ও ড. আহমদ শরীফ

২৯. **সংস্কৃতি মানুষের–**
i. চিন্তাশক্তি বিকশিত করে ii. সম্পদ বৃদ্ধি করে
iii. সৃজনশীলতার পরিচয় বাড়ায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii ● i ও iii ঘ ii ও iii

৩০. **বঙ্গভঙ্গের ফলে–**
i. মুসলিম লীগের জন্ম ত্বরান্বিত হয়
ii. সাম্প্রতিক দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়
iii. দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩১. **ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ কোন কোন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন?**
i. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন
ii. চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেছেন
iii. আঞ্চলিক ভাষায় অভিধান সংকলন করেছেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩২. **যে সব বাঙালি নাগরিক গানকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন আপন–**
i. স্বাতন্ত্র্যে ii. উৎকর্ষে iii. বৈচিত্র্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩. বাংলা একাডেমির কাজ হলো–
i. বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন
ii. বাংলাভাষা, সাহিত্য, নাটক ও নৃত্যকলার গবেষণা ও প্রসার ঘটানো
iii. শিল্পকলা ও সাহিত্য চর্চায় শিশুদের উৎসাহিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৪. **প্রত্যেক জেলা শহরে শাখা রয়েছে–**
i. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ii. বাংলাদেশ শিশু একাডেমির
iii. বাংলা একাডেমির
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
কিছু ব্যক্তিত্বের অবদানে আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের পরিচয় বিশ্বজুড়ে। তাছাড়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কাজ করে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে গড়ে উঠে।

৩৫. **উক্ত প্রতিষ্ঠানটির সম্পর্কে তথ্য হলো–**
i. এটি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
ii. এটিকে জাতির মননের প্রতীক বলা হয়
iii. এটি যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৬ ও ৩৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
৮ম শ্রেণির ছাত্র সানি দিনাজপুরের কান্তজির মন্দিরে বেড়াতে গেলে তার বইয়ে পঠিত এক ধরনের শিল্প দেখতে পায়।

৩৬. **সানির দেখা শিল্পটি হলো–**

● পোড়ামাটির শিল্প　ⓑ সাহিত্য শিল্প
ⓒ সঙ্গীত শিল্প　ⓓ চিত্রশিল্প

৩৭. **এ শিল্প সম্পর্কে সঠিক তথ্য হলো–**
i. এটিকে টেরাকোটাও বলা হয়
ii. ছোট সোনা মসজিদেও এ শিল্প দেখা যায়
iii. এতে সেকালের সমাজজীবনের ছবি পাওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii　● i ও iii　ⓖ ii ও iii　ⓘ i, ii ও iii

অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

পাঠ-১ : দৃশ্যশিল্প

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৮. **কোন মাটিতে গড়া আমাদের এই দেশ?** (জ্ঞান)
ক বেলে　● পলি
গ এঁটেল　ঘ দোআঁশ

৩৯. **গ্রামগঞ্জের বেশির ভাগ ঘরের চাল কী দিয়ে ছাওয়া?** (অনুধাবন)
ক টিন　খ ইট
গ কাঠ　● শন

৪০. **দৃশ্যশিল্পের বেশির ভাগই কী ধরনের সংস্কৃতি হিসেবে পরিচিত?** (জ্ঞান)
ক অবস্তুগত　● বস্তুগত　গ সাহিত্য　ঘ সংগীত

৪১. **কান্তজির মন্দির কোথায় অবস্থিত?** [ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আন্তঃ বিদ্যালয়]
ক বগুড়া　খ রাজশাহী
গ রংপুর　● দিনাজপুর

৪২. **পোড়ামাটির কাজ দিয়ে রামায়ণের কাহিনী উৎকীর্ণ আছে কোথায়?** [খুলনা জিলা স্কুল]
ক সোমপুর বিহার　● কান্তজির মন্দির
গ পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার　ঘ কুমিল্লার ময়নামতিতে

৪৩. কোন যুগে তালপাতার পুঁথিতে দেশীয় রঙের সাহায্যে ছবি আঁকা হতো? (জ্ঞান)
ক সেন　খ মৌর্য　গ সুলতানি　● পাল

৪৪. কোন যুগের ছবি আধুনিক যুগের শিল্প রসিকদের কাছে প্রশংসার পাত্র? (জ্ঞান)
ক মুঘল　● পাল　গ সেন　ঘ আধুনিক

৪৫. পত্রোর্ণ নামে এন্ডি বা মুগা জাতীয় সিল্ক তৈরি হতো কোথায়? (জ্ঞান)
● পুণ্ড্রে　খ সমতটে　গ বরেন্দ্রে　ঘ বঙ্গে

৪৬. **বাংলার বিখ্যাত কোন কাপড় নিয়ে বহু কাহিনী বা কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছিল?** (জ্ঞান)
ক এলাচি　● মসলিন　গ উতানি　ঘ জামদানি

৪৭. **ঢাকার লালবাগ কুঠি কোন আমলের স্থাপত্য নিদর্শন?** (জ্ঞান)
ক মুঘল　খ পাল　গ সেন　● সুলতানি

৪৮. **দৃশ্যশিল্পের মাধ্যমে কোনটি ফুটে ওঠে?** (অনুধাবন)
● সমাজ জীবনের ছবি　খ পুরাতন জাতির ছবি
গ রাজনীতির ছবি　ঘ অর্থনৈতিক জীবনের ছবি

৪৯. **একসময় ছাঁচ অনুযায়ী মন্দির বানানো হতো কী দিয়ে?** (জ্ঞান)
ক টিন দিয়ে　● ইট দিয়ে　গ শণ দিয়ে　ঘ বাঁশ দিয়ে

৫০. **সোহাগ বাঙালির পুরনো ঐতিহ্যে ঘর নির্মাণ করতে চায়। তার ঘর বানানোর উপকরণ কোনটি হবে?** (প্রয়োগ)
● মাটি, বাঁশ　খ সিমেন্ট, বালি
গ টিন, ইট　ঘ ইট, কাঠ

৫১. **এখনও আমাদের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ ঘর কিরূপ?** (অনুধাবন)
ক টিনের বেড়ার শণ দিয়ে চাল ছাওয়া
খ বাঁশের দেয়ালের উপর টিন দিয়ে ছাওয়া
● বাঁশের কাঠামোর উপর শণ দিয়ে চাল ছাওয়া
ঘ পাথরের দেয়ালের উপর টিন দিয়ে চাল ছাওয়া

৫২. **মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি উৎকীর্ণ করে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়াকে কোন শিল্প বলা হয়?** (জ্ঞান)
ক বেতের শিল্প　খ বাঁশের শিল্প　● টেরাকোটা　ঘ কাঠের শিল্প

৫৩. **পালযুগের পুঁথিগুলো কোন পাতার ছিল?** (জ্ঞান)
ক নারকেল পাতার　● তালপাতার
গ কাঁঠাল পাতার　ঘ কলাপাতার

৫৪. **পালযুগের তালপাতার পুঁথিগুলো কোন ধর্ম শাস্ত্রের ছিল?** [মাগুরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের　খ মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের
● বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের　ঘ খ্রিস্টান ধর্মশাস্ত্রের

৫৫. **পুণ্ড্রদেশের দুকূল শ্যামবর্ণ এবং মণির মতো মসৃণ একথা কে বলেছেন?** (জ্ঞান)
ক ইবনে বতুতা　● কৌটিল্য　গ ফা–হিয়েন　ঘ চন্ডীদাস

৫৬. বাংলার কোন শিল্পের সুনাম বহুকালের? [বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
● তাঁত　খ পোশাক　গ চট　ঘ কুটির

৫৭. **কী দিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীদের মূর্তি বানানোর ঐতিহ্য বেশ পুরনো?** (জ্ঞান)
ক সাদা পাথর　খ চীনামাটি
গ সেগুন কাঠ　● কালো রঙের কষ্টিপাথর

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৮. **সংস্কৃতির অংশ হলো–** (অনুধাবন)
i. খাদ্য
ii. বাসস্থান
iii. যানবাহন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii　খ i ও iii　গ ii ও iii　● i, ii ও iii

৫৯. **টুটুল পুরনো ঐতিহ্যের মাধ্যমে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি বানাতে চায়। এগুলো তৈরি করতে টুটুল ব্যবহার করবে–** (প্রয়োগ)
i. কালো রঙের কষ্টিপাথর
ii. মূল্যবান টাইল্‌স
iii. নানারকম মাটি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii　● i ও iii　গ ii ও iii　ঘ i, ii ও iii

৬০. **গ্রামীণ মহিলাদের নকশি কাঁথার মাধ্যমে প্রকাশ পায়–** (অনুধাবন)
i. নিপুণতার গল্পকাহিনী
ii. নিপুণতার ছবি
iii. স্বাধীন বাংলার প্রতিচ্ছবি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii　খ i ও iii　খ ii ও iii　ঘ i, ii ও iii

৬১. **সাইম সুলতানি আমলের দৃশ্যশিল্পগুলো ভ্রমণ করে দেখেছে। সে যা দেখেছে –** (প্রয়োগ)
i. সোমপুর বিহার　ii. ছোট সোনা মসজিদ
iii. নবাব কাটরা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii　খ i ও iii　● ii ও iii　ঘ i, ii ও iii

৬২. **কান্তজির মন্দির ও পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার বাংলার মানুষের যে দিক তুলে ধরে বলে তুমি মনে কর–** (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সৃজনশীলতা　ii. সামাজিক জীবন
iii. অর্থনৈতিক জীবন
নিচের কোনটি সঠিক
● i ও ii　খ i ও iii　গ ii ও iii　ঘ i, ii ও iii

৬৩. **তালপাতার পুঁথির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্যসমূহ হলো** (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের　ii. পাল যুগের শিল্পকর্ম
iii. দেশীয় রং দিয়ে আঁকা ছবি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii　খ i ও iii　গ ii ও iii　● i, ii ও iii

৬৪. **শিল্পকলার মাধ্যমে–** (অনুধাবন)
i. একটি জাতির চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়
ii. একটি জাতির ধর্মীয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়
iii. একটি জাতির সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii　● i ও iii　গ ii ও iii　ঘ i, ii ও iii

৬৫. **যেসব বিষয়ের সম্মিলিত রূপ সংস্কৃতি সেগুলো হলো–** (অনুধাবন)
i. জীবনযাপন প্রণালি　ii. আচার অনুষ্ঠান

iii. ভাষা সাহিত্য
নিচের কোনটি সঠিক
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৬. সেকালে বাংলা থেকে কাপড় বিদেশে রপ্তানি হতো– (অনুধাবন)
i. দুকূল ii. পত্রোর্ণ
iii. ক্ষৌম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৭. বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সুনিমিত ঘর হলো– (অনুধাবন)
i. মাটির তৈরি
ii. বাঁশের তরজার ছাউনিযুক্ত
iii. বাঁশের কাঠামোর উপর শণ দিয়ে চাল ছাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৮. মিসেস আমিনা বাংলার বহুকালের খ্যাতি সম্পন্ন শাড়ি পরতে ভালোবাসেন। তিনি যেসব শাড়ি ব্যবহার করেন– (প্রয়োগ)
i. জামদানি ii. টাঙ্গাইল
iii. সিল্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৯. বাংলার স্থাপত্যশিল্পে ইরানি তুরানি প্রভাব দেখা যায়– (অনুধাবন)
i. স্কুল ii. দপ্তর iii. মসজিদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭০ ও ৭১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাংলার গ্রামীণ মহিলারা সারাদিনের কাজ শেষ করে অবসর সময়ে এক ধরনের শিল্পকর্ম তৈরি করেন। এই শিল্পকর্মের মাধ্যমে তারা তাদের বিরহগাঁথা ও গ্রামীণ জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলেন।

৭০. অনুচ্ছেদটি গ্রামীণ নারীদের তৈরি কোন শিল্পকর্মের কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক শঙ্খের কাজ খ কাঠের কাজ
● নকশিকাঁথা ঘ পোড়ামাটির কাজ

৭১. উক্ত শিল্পকর্মটি তৈরির ফলে দরিদ্র নারীদের– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়
ii. সৃজনশীল মনের প্রকাশ ঘটে
iii. শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭২ ও ৭৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাঙালি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির অধিকারী প্রাচীন জাতি। এর সংস্কৃতিতে এক ধরনের শিল্প রয়েছে যেটি দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির ও পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারে দেখা যায়। এই শিল্পের ঐতিহ্য বেশ পুরনো।

৭২. অনুচ্ছেদে কোন শিল্পের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক স্থাপত্য খ কারু
● পোড়ামাটির ঘ সাহিত্য

৭৩. উক্ত শিল্পের অবদান– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. জাতির চিন্তাশক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে
ii. জাতির সৃজনশীলতা প্রকাশের ক্ষেত্রে
iii. সেকালের সমাজজীবনের ছবি পাওয়ার ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ-২ : সাহিত্য

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৪. চর্যাপদ কারা লিখেছেন? (জ্ঞান)
ক হিন্দু সন্ন্যাসীরা ● বৌদ্ধ সাধকরা
গ খ্রিষ্টান পাদ্রীরা ঘ মুসলিম সাধকরা

৭৫. বাঙালির প্রথম সাহিত্যকর্মের নিদর্শন কী? (জ্ঞান)
● চর্যাপদ খ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গ চৈতন্য মঙ্গাল ঘ শূন্যপুরাণ

৭৬. চর্যাপদ প্রথম আবিষ্কার করেন কে? [খুলনা জিলা স্কুল]
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ বিজয় গুপ্ত
● পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৭৭. চর্যাপদ কোথা থেকে আবিষ্কৃত হয়? (জ্ঞান)
● নেপালের রাজদরবার থেকে খ পশ্চিমবঙ্গের বাকুড়া জেলা থেকে
গ তিব্বতের হাড়িদহ থেকে ঘ চীনের পাহাড়ি এলাকা থেকে

৭৮. চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেন কে? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, সিলেট]
ক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ শ্রী চৈতন্য দেব
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ● ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৭৯. বাংলায় কীর্তন গান রচনার জোয়ার আসে কখন? (জ্ঞান)
● সুলতানি আমলে খ পাল আমলে
গ সেন আমলে ঘ মুঘল আমলে

৮০. দেশীয় দেবদেবী নিয়ে রচিত কাব্যকাহিনীর নাম কী? (জ্ঞান)
● মঙ্গলকাব্য খ গীতি কাব্য গ কথ্যকাব্য ঘ কাব্যকথা

৮১. পদ্মাবতীর রচয়িতা কে? (জ্ঞান)
ক আমির হামজা খ ফকির গরিবুল্লাহ
গ আবদুল হাকিম ● আলাওল

৮২. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কে ছিলেন? (জ্ঞান)
● ভাষা বিজ্ঞানী খ সাহিত্যিক গ ঔপন্যাসিক ঘ নাট্যকার

৮৩. লুই পা রচিত চর্যাপদে কয়টি ইন্দ্রিয়ের কথা উল্লেখ আছে? (জ্ঞান)
ক তিন খ চার ● পাঁচ ঘ ছয়

৮৪. কখন বাংলা গদ্যের সূচনা হয়? (জ্ঞান)
● ইংরেজ আমলে খ সুলতানি আমলে
গ পাকিস্তানি আমলে ঘ পাল আমলে

৮৫. কে আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে শোভন ও সুন্দরভাবে পূর্ণতা দান করেন? (জ্ঞান)
ক কাজী নজরুল ইসলাম ● কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ মীর মশাররফ হোসেন

৮৬. সুলতানি আমলের সমাজব্যবস্থায় অনেক মুসলমান কবি পদাবলী রচনা করেছেন কেন? (অনুধাবন)
● হিন্দু–মুসলমানে ঘনিষ্ঠভাব থাকার কারণে
খ হিন্দু–বৌদ্ধে ঘনিষ্ঠভাব থাকার কারণে
গ হিন্দু–মুসলমানে শত্রুভাব থাকার কারণে
ঘ পদাবলী রচনায় কঠোর আইন থাকার কারণে

৮৭. শাব্দিক অর্থ ছাড়াও চর্যাপদের কী বুঝতে হয়? [ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক সারমর্ম ● ভাবার্থ গ ধর্মকথা ঘ নীতিকথা

৮৮. চর্যাপদ কী? (অনুধাবন)
● এক প্রকার গান খ কবিতা গ উপন্যাস ঘ নাটক

৮৯. 'কা আ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল চঞ্চল চী এ পইঠা কাল। এটি কিসের অংশবিশেষ? (জ্ঞান)
ক বৈষ্ণব পদাবলী খ রামায়ণ গ পদ্মাবতী ● চর্যাগীতি

৯০. 'কা আ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল, চঞ্চল চী এ পইঠা কাল।– এটি কে রচনা করেছেন? (জ্ঞান)
ক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ● লুই পা
গ কাহ্ন পা ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯১. প্রায় কত বছর আগে চর্যাপদ রচিত হয়েছিল? (জ্ঞান)
ক এক হাজার ● দেড় হাজার গ দুই হাজার ঘ তিন হাজার

৯২. ধর্মমঙ্গাল কে লিখেছেন? [ভিকারুন নিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ]
ক কালিদাস খ মুকুন্দরাম গ বিজয়গুপ্ত ● ঘনরাম

৯৩. সুলতানি আমলে কিসের প্রভাবে বাংলায় কীর্তন গান রচনার জোয়ার আসে? (জ্ঞান)
● শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার খ সুফি ভাবধারার
গ ঐশ্বরিক ভাবধারার ঘ লোকসঙ্গীতের ভাবধারার

৯৪. পুঁথি সাহিত্যের কদর ছিল কোন সমাজে? (জ্ঞান)
ক হিন্দু ● মুসলমান গ বৌদ্ধ ঘ খ্রিষ্টান

৯৫. পারস্য থেকে পাওয়া কোন বিষয় নিয়ে পুঁথিসাহিত্যগুলো রচিত হতো? (জ্ঞান)
● কল্পকাহিনী ও রোমান্টিক আখ্যান খ জীবনযাত্রা ও রোমান্টিক আখ্যান
গ প্রবন্ধ গ্রন্থ ও ধর্মীয় গ্রন্থ ঘ সমাজজীবন ও রাজনৈতিক জীবন

৯৬. শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনী নিয়ে রচিত আবেগপূর্ণ গানগুলো কী নামে পরিচিত? (জ্ঞান)
ক খেমটা ● বৈষ্ণব পদাবলী গ খেউড় ঘ পাঁচালি

৯৭. মনসামঙ্গাল রচনা করেছেন কে? (জ্ঞান)
● বিজয়গুপ্ত খ ঘনরাম গ ভারতচন্দ্র ঘ মুকুন্দরাম

৯৮. আমাদের দেশে বাংলা গদ্যের সূচনা হয় কোন সময়ে? (জ্ঞান)

ক যোল শতকে খ সতের শতকে
গ আঠার শতকে ● উনিশ শতকে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৯. বৈষ্ণব পদাবলীর বিখ্যাত পদকর্তাদের মধ্যে আছেন– (অনুধাবন)
i. বিদ্যাপতি ii. চন্ডীদাস
iii. জ্ঞানদাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০০. মঙ্গলকাব্যে ফুটে উঠেছে– (অনুধাবন)
i. দেবদেবী সম্পর্কিত কাব্যকাহিনী
ii. রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী
iii. সেকালের বাংলার সমাজচিত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০১. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন- (অনুধাবন)
i. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ii. মীর মশাররফ হোসেন
iii. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০২. রাইহান সাহেবের দাদার বাড়িতে একসময় পুঁথি পাঠের আসর বসত। সেখানে যেসব পুঁথি পাঠ করা হতো– (প্রয়োগ)
i. জঙ্গনামা ii. ইউসুফ–জুলেখা
iii. লায়লি–মজনু
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০৩ ও ১০৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মলি তার মামার সাথে একুশের বইমেলায় গিয়ে একটি বই খুলে কিছু অজানা বাক্য দেখতে পায়। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসার জবাবে তার মামা বললেন, এগুলো আদি বাংলা সাহিত্যের নমুনা। এ সাহিত্য কর্মের ধারাবাহিকতায় বাংলার অনেক কবি–সাহিত্যিক আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

১০৩. মলির অজানা বাক্যগুলোতে বাংলা সাহিত্যের কোন সাহিত্যকর্মের নমুনা ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)
ক প্রবন্ধ খ পুঁথি ● চর্যাপদ ঘ বৈষ্ণব পদাবলী

১০৪. উক্ত সাহিত্যকর্ম ভূমিকা রেখেছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বাঙালির প্রথম সাহিত্যকর্ম হিসেবে
ii. বাংলার সংগীত শিল্পকে এগিয়ে নিতে
iii. বাংলা সাহিত্যের বিকাশে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ-৩ : সংগীত শিল্প

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৫. বাংলাদেশ চিরকালই কিসের দেশ হিসেবে পরিচিত? (জ্ঞান)
● সংগীতের খ স্বর্গের গ শিল্পের ঘ মুক্তার

১০৬. গানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ কী সাধনা করে? (জ্ঞান)
ক কাব্যের ● আধ্যাত্মিক গ সাহিত্যের ঘ উন্নয়নের

১০৭. 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' এ সংগীতটির রচয়িতার নাম কী? (জ্ঞান)
ক কবি জসীমউদ্‌দীন খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ সুকান্ত ভট্টাচার্য ● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৮. বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম মাত্র কুড়ি বছরের সৃষ্টিশীল জীবনে কতসংখ্যক গান রচনা করেন? (জ্ঞান)
ক এক হাজার খ তিন হাজার গ পাঁচ হাজার ● ছয় হাজার

১০৯. গম্ভীরা কী ধরনের গান? (জ্ঞান)
ক উচ্চাঙ্গ সংগীত খ আধুনিক গান
● আঞ্চলিক লোকগান ঘ রবীন্দ্র সংগীত

১১০. কীর্তন গানের প্রতি আমাদের বেশ দুর্বলতা ছিল। আমাদের ভালোবাসার এ গানগুলো কোন সমাজ থেকে এসেছে? (প্রয়োগ)
ক বৌদ্ধ সমাজ খ শিখ সমাজ ● হিন্দু সমাজ ঘ মুসলিম সমাজ

১১১. সাধারণত কোন গানের আসরটি শহরাঞ্চলে বসত? [বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]
ক গম্ভীরা খ মুর্শিদি ● খেউড় ঘ ভাওয়াইয়া

১১২. হিন্দুস্থানি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাথে বাঙালি সঙ্গীত সাধকদের পরিচয়ের ফলে কী হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক সাহিত্যের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়
● নাগরিক সংগীতের বিকাশ ঘটে
গ আধুনিক বাংলা গানের বিকাশ ঘটে
ঘ আঞ্চলিক লোকগানের বিকাশ ঘটে

১১৩. কোন অঞ্চলের সংস্পর্শে এসে হিন্দুস্থানি উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাথে বাঙালি সংগীত সাধকদের পরিচয় ঘটে? (জ্ঞান)
● উত্তর ভারতের খ দক্ষিণ ভারতের
গ পূর্ব ভারতের ঘ পশ্চিম ভারতের

১১৪. বাংলার নাগরিক গান উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছায় কার হাতে? (জ্ঞান)
ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত ● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ মীর মশাররফ হোসেন ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১১৫. আমাদের জাতীয় সংগীতের সুর বাউল গান থেকে নিয়েছেন কে? (জ্ঞান)
● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ অতুল প্রসাদ সেন ঘ রজনীকান্ত সেন

১১৬. কীর্তন গান প্রধানত কোন সমাজে গাওয়া হতো? (জ্ঞান)
ক মুসলিম সমাজে ● হিন্দু সমাজে
গ খ্রিস্টান সমাজে ঘ বৌদ্ধ সমাজে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১৭. আমাদের দুই আদি সংগীত হলো– (অনুধাবন)
i. বৈষ্ণব পদাবলী ii. জঙ্গনামা
iii. চর্যাপদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৮. গ্রামের হিন্দু–মুসলিম সবাই গায়– (অনুধাবন)
i. কীর্তন গান ii. বাউল গান
iii. ভাটিয়ালি গান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii গ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৯. বাংলার অনেক মনীষী গানকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করেছেন। এদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম বিশেষ স্থান দখল করে আছেন– (প্রয়োগ)
i. অন্যের স্বাতন্ত্র্যে ii. আপন বৈচিত্র্যে
iii. আপন স্বাতন্ত্র্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii গ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২০. সারা বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা আঞ্চলিক গানগুলো হলো– (অনুধাবন)
i. পালাগান ii. বারমাস্যা
iii. ভাওয়াইয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii গ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়াও বাংলার নাগরিক গানকে সমৃদ্ধ করেছেন- (অনুধাবন)
i. নিধুবাবু ii. কালী মির্জা
iii. কাজী নজরুল ইসলাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii গ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১২২. আধুনিক বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছেন– (অনুধাবন)
i. অতুল প্রসাদ সেন ii. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
iii. রজনীকান্ত সেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২৩ ও ১২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাংলার মানুষ প্রকৃতিপ্রেমী। এরা গানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনা করেছে। এখানকার কৃষক, মাঝিসহ সবাই গলা ছেড়ে গান গায়। তেমনি করে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতেও প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের কথা ফুটে উঠেছে। আমাদের জাতীয় সংগীত রচনা করেছেন বিশ্ব বরেণ্য কবি। তিনি বাউল গানের সুর থেকে এর সুরও করেছেন।

১২৩. অনুচ্ছেদের বিশ্ব বরেণ্য কবি কে? (প্রয়োগ)
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
গ অতুল প্রসাদ সেন ● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৪. উক্ত বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তি অবদান রেখেছেন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. নাগরিক গান উৎকর্ষের শীর্ষে পৌছাতে
ii. বাংলা সাহিত্যকে শোভন ও সুন্দর করে পূর্ণতা দানে
iii. বাংলার আঞ্চলিক লোকগানকে সমৃদ্ধ করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii গ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ-৪ : প্রতিষ্ঠান

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৫. চিত্রকলার পথিকৃৎ কে? (জ্ঞান)
ক বুলবুল চৌধুরী খ জহির রায়হান
গ আহসান হাবীব ● জয়নুল আবেদিন

১২৬. তারেক মাসুদ কে ছিলেন? (জ্ঞান)
● চলচ্চিত্রকার খ নাট্যকার গ সাংবাদিক ঘ ঔপন্যাসিক

১২৭. সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে কাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়? (জ্ঞান)
ক শামীম শিকদারকে ● তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে
গ আব্বাস উদ্দিনকে ঘ শামসুর রাহমানকে

১২৮. জাতির মননের প্রতীক বলা হয় কোন প্রতিষ্ঠানকে? (জ্ঞান)
ক শিল্পকলা একাডেমি খ শহিদ মিনার
● বাংলা একাডেমি ঘ জাতীয় সংসদ

১২৯. কাকে লোক সংগীতের সম্রাট বলা হয়? (জ্ঞান)
● আব্বাসউদ্দিন আহমদ খ শওকত ওসমান
গ আব্দুল আলিম ঘ আবু ইসহাক

১৩০. আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলন করেন কে? (জ্ঞান)
ক ড. আহমদ শরীফ খ কাজী নজরুল ইসলাম
● ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ প্রমথ চৌধুরী

১৩১. আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য চর্চার ইতিহাস লিখেছেন কে? (জ্ঞান)
ক কাজী মোতাহার হোসেন ● এনামুল হক
গ এস এম সুলতান ঘ সফি উদ্দিন

১৩২. জাতির নানা দুঃসময়ে নারীদের মধ্যে সাহসী ভূমিকার জন্য কোন কবির নাম স্মরণীয়? (জ্ঞান)
ক বেগম রোকেয়া ● কবি সুফিয়া কামাল
গ জাহানারা ইমাম ঘ সেলিনা হোসেন

১৩৩. ভাস্কর্যে স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল প্রতিভা কে? (জ্ঞান)
● নভেরা আহমেদ খ আব্দুল আলীম গ এফ আর খান ঘ এম সুলতান

১৩৪. এফ আর খান কিসের জন্য বিখ্যাত? [ব্লু বার্ড উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]
● স্থাপত্যকলা খ সংগীত গ কারুশিল্প ঘ চিত্রকলা

১৩৫. উচ্চাঙ্গ সংগীতে উপমহাদেশ খ্যাত কে? (জ্ঞান)
ক বুলবুল চৌধুরী ● ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ
গ নভেরা আহমেদ ঘ শওকত ওসমান

১৩৬. জাহানারা ইমাম বিশেষভাবে স্মরণীয় কেন? (অনুধাবন)
● মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে খ নারী সমাজের উন্নয়নে
গ বাংলা সাহিত্যের জন্য ঘ ইসলামী সাহিত্যের জন্য

১৩৭. শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয় কেন? (অনুধাবন)
● সংগীত শেখানোর জন্য খ বই পড়ার জন্য
গ খেলাধুলা শেখানোর জন্য ঘ আনন্দ করার জন্য

১৩৮. আধুনিক কালের মানুষ নানান প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে কেন? (অনুধাবন)
ক পড়াশোনার জন্য খ ভদ্রতা শেখার জন্য
গ নিজেকে জানার জন্য ● মননচর্চার জন্য

১৩৯. বাংলা একাডেমি কাজ করে কেন? (অনুধাবন)
● বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নের জন্য খ দরিদ্র সমাজের উন্নয়নের জন্য
গ শিশুদের বিকাশের জন্য ঘ মানব সমাজের উন্নয়নের জন্য

১৪০. সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণ গবেষণা ও প্রদর্শন করা হয় কোথায়? (জ্ঞান)
● জাদুঘরে খ গ্রন্থাগারে
গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘ বাংলা একাডেমিতে

১৪১. আক্তারুজ্জামান ইলিয়াস বিখ্যাত ছিলেন কী হিসেবে? (জ্ঞান)
ক নাট্যকার খ শিক্ষক গ সাংবাদিক ● ঔপন্যাসিক

১৪২. নাসির শিশুদের সাহিত্যচর্চায় উৎসাহিত করার জন্য এলাকায় একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তার এ প্রতিষ্ঠানটির সাথে কোনটির মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক শিল্পকলা খ চারুকলা
গ বাংলা একাডেমি ● শিশু একাডেমি

১৪৩. ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন ও ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয় একটি প্রতিষ্ঠান। এটির নাম কী? (প্রয়োগ)
ক শিল্পকলা একাডেমি খ চারুকলা
● বাংলা একাডেমি ঘ শিশু একাডেমি

১৪৪. মেঘলা রোদেলাকে লোকসাহিত্য ও পুঁথিসাহিত্য সংগ্রহ করেছেন এমন একজনের নাম বলতে বলল। সে কার নাম বলল? (প্রয়োগ)
● আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ খ ড. মুহম্মদ এনামুল হক
গ আবুল ফজল ঘ শওকত ওসমান

১৪৫. রাহেলা টিভিতে একটি নাটক দেখে মুগ্ধ হয়। এটি কার রচনা? (প্রয়োগ)
ক আবুল ফজল ● মুনির চৌধুরী গ আব্দুল হক ঘ আজিজুল হক

১৪৬. আমিনা কাগজে একটি সুন্দর ছবি অঙ্কন করেছে। তার সুন্দর ছবি দেখে মামা তাকে একটি কলম উপহার দেন। আমিনার কাজ দেখে কার কথা আমাদের মনে পড়ে? (উচ্চতর দক্ষতা)
● শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন খ শামসুর রাহমান
গ আহসান হাবিব ঘ আল মাহমুদ

১৪৭. স্বল্পায়ুজীবনে নৃত্যচর্চায় অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের অধিকারী কে? [সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]
ক ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ খ আয়াত আলী খান
গ আলমগীর কবীর ● বুলবুল চৌধুরী

১৪৮. স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই গণসংগীতের চর্চা করে আসছে কোনটি? (জ্ঞান)
● উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী খ বাংলা একাডেমি
গ শিশু একাডেমি ঘ বুলবুল ললিতকলা একাডেমি

১৪৯. শিশু একাডেমির শাখা কোথায় আছে? (জ্ঞান)
ক প্রত্যেক বিভাগে খ প্রত্যেক ইউনিয়নে
গ প্রত্যেক গ্রামে ● প্রত্যেক জেলায়

১৫০. বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক ঢাকায় খ চট্টগ্রামে গ খুলনায় ● রাজশাহীতে

১৫১. লোকগানের 'যুবরাজ' কাকে বলে? [ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আনঃ বিদ্যালয়]
ক শাহ আবদুল করিম খ ফকির লালন শাহ
গ আব্বাসউদ্দিন আহমদ ● আবদুল আলীম

১৫২. শিমুল একটি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটি সারাদেশে শিশুদের জন্য কাজ করে। শিমুলের সংগঠনটি হলো– [সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]
ক উদীচী খ ছায়ানট ● খেলাঘর ঘ বাফা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫৩. বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল– (অনুধাবন)
i. ১৯৫২–এর ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে
ii. ১৯৬৬–এর ছয় দফাকে কেন্দ্র করে
iii. ১৯৫৪–এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি অঙ্গীকারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৪. এফ. আর রহমান বিখ্যাত হওয়ার কারণ– (অনুধাবন)
i. গগনচুম্বী ভবন নির্মাণ পদ্ধতির প্রবর্তক
ii. বিশিষ্ট ভাষা গবেষক
iii. স্থাপনার বিখ্যাত নকশাকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৫. হাসন রাজার বা রাধারমণের গান শ্রোতাদের উদ্দীপ্ত করে– (অনুধাবন)
i. ভক্তিরসে ii. ভালোবাসায়
iii. ভাবরসে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৬. আধুনিক চিত্রকলা চর্চার অগ্রদূত হিসেবে স্মরণীয়– (অনুধাবন)
i. এস এম সুলতান ii. সফিউদ্দীন আহমদ
iii. এফ আর খান
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৭. যাদের অবদানে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছে– (অনুধাবন)
i. খান আতা ii. জহির রায়হান
iii. সুভাষ দত্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৫৮. বাংলাদেশে মনন চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে– (অনুধাবন)
i. বাংলা একাডেমি ii. বিশ্ববিদ্যালয়
iii. গণগ্রন্থাগার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৫৯. সারাদেশে শিশু কিশোরদের জন্য কাজ করছে– [ভিকারুননিসা নূন এন্ড কলেজ, ঢাকা]
i. খেলাঘর ii. ছায়ানট
iii. কচিকাঁচার আসর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬০. উপন্যাস ও কথাসাহিত্যে আমাদের লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– (অনুধাবন)
i. শওকত ওসমান ii. আল মাহমুদ
iii. শওকত আলী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬১. আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন যারা সংস্কৃতি চর্চায় নিরন্তর কাজ করে চলেছে– (অনুধাবন)
i. নজরুল একাডেমি ii. বুলবুল ললিতকলা একাডেমি
iii. ছায়ানট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬২ ও ১৬৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে যে প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব সেটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কাজ করে। এছাড়া সংগীত, শিক্ষা, ভাষা ইত্যাদির উন্নতির জন্য আরও কিছু প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৬২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কাজ করে বলে অনুচ্ছেদে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক শিল্পকলা একাডেমি খ শিশু একাডেমি
● বাংলা একাডেমি ঘ জাতীয় জাদুঘর

১৬৩. উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্যগুলো হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. এটি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
ii. এটিকে জাতির মননের প্রতীক বলা হয়
iii. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী এটি প্রতিষ্ঠিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬৪ ও ১৬৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আধুনিককালের মানুষ মননচর্চা ও সৃজনশীলতার জন্য নানান প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। তেমনি একটি প্রতিষ্ঠানে মিসেস জেনি সংগীত, নাটক, নৃত্য ও চারুকলার ওপর গবেষণামূলক কাজ করে। সকল জেলা শহরে প্রতিষ্ঠানটির শাখা রয়েছে।

১৬৪. জেনির কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি কী নামে পরিচিত? (প্রয়োগ)
● শিল্পকলা একাডেমি খ নজরুল একাডেমি
গ শিশু একাডেমি ঘ বাংলা একাডেমি

১৬৫. উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ভূমিকা রাখে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ললিতকলা চর্চার পৃষ্ঠপোষকতায় ii. অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টিতে
iii. সংগীত–নাটক–নৃত্য প্রভৃতি প্রসারের ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

এ অধ্যায়ের পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬৬. চর্যাগীতির বিখ্যাত রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন– (অনুধাবন)
i. লুই পা
ii. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
iii. কাহ্ন পা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৭. যাদের অবদানে আমাদের কাব্য সাহিত্য উজ্জ্বল– (অনুধাবন)
i. জসীমউদ্‌দীন ii. জীবনানন্দ দাস
iii. শওকত আলী
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৮. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর উল্লেখযোগ্য অবদান হলো– (অনুধাবন)
i. চর্যাপদের কাল নির্ণয় ii. আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলন
iii. বাংলা ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬৯ ও ১৭০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মাহজাবীন শিক্ষাসফরে একটি জাদুঘর পরিদর্শনে গেল। সেখানে সে বিভিন্ন ঐতিহাসিক জিনিসের পাশাপাশি কষ্টিপাথর দিয়ে তৈরি বিভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি এবং তৎকালীন রাজা–বাদশাহদের ব্যবহৃত তৈজসপত্র দেখতে পায়।

১৬৯. মাহজাবীনের দেখা নিদর্শনগুলো থেকে কী প্রকাশ পায়? (প্রয়োগ)
ক রাজা–বাদশাদের কাহিনী খ অতীতের কারুকাজ
● মানুষের জীবনযাত্রার ধারণা ঘ মানুষের সৃজনশীলতা

১৭০. মাহজাবীনের সফরকৃত প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মূলত– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণের জন্য ii. গবেষণা ও প্রদর্শনের জন্য
iii. সাহিত্য চর্চার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন –১ ▸ নিচের চিত্র দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

চিত্র : বাঙালির সংস্কৃতি ও শিল্পকলার নিদর্শন

ক. টেরাকোটা কী?
খ. পাল যুগে তালপাতায় আঁকা ছবিগুলো এখনও ঝকঝকে রয়েছে কেন?
গ. উদ্দীপকে বাংলার কোন শিল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? বর্ণনা কর।
ঘ. উদ্দীপকের শিল্পকর্ম এখনও টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বাংলার নারীদের অবদান মূল্যায়ন কর।

▸◂ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি উৎকীর্ণ করে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়ার ফলে যে শিল্প তৈরি হয় তাকে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্প বলে।

খ. পালযুগে তালপাতার পুঁথিতে অঙ্কিত ছবি আমাদের কাছে স্মরণীয়। এসব পুঁথিতে দেশীয় রং দিয়ে ছবি আঁকা হতো, যার প্রশংসা আধুনিক কালের বিশ্বের শিল্পরসিকদের কাছ থেকেও পাওয়া যায়। দেশীয় রং ছিল অনেক উন্নতমানের। ফলে সেগুলো সহজে নষ্ট হতো না। এজন্য ছবিগুলো হাজার বছর পরেও চমৎকার ঝকঝকে রয়েছে।

গ. উদ্দীপকে বাংলার দৃশ্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। দৃশ্যশিল্পের বেশিরভাগই বস্তুগত শিল্প বা সংস্কৃতি হিসেবে পরিচিত। দৃশ্যশিল্প হলো শিল্পকলার একটি অংশ। কারণ এসব কাজে একটি জাতির চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সৃষ্টিশীল এসব কাজ সংস্কৃতির বিচারে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, বাঁশ ও বেতের তৈরি ঝুড়ি, চেয়ার ও মাদুর। এছাড়াও আছে নকশিকাঁথা। বাংলার নকশিকাঁথা সবসময়ই সমাদৃত। গ্রামীণ মহিলারা এসব সেলাই করা কাঁথায় আশ্চর্য নিপুণতায় গল্পকাহিনী ও ছবি ফুটিয়ে তোলেন। এখনও সমাজের দরিদ্র নারীরা এই শিল্পকর্মটি টিকিয়ে রেখেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন তৈজসপত্র ও আসবাব তৈরিতে বাঁশ ও বেতের কাজেও বাংলার মানুষ যেমন দক্ষতা দেখায় তেমনি তাদের সৃজনশীল মনের প্রকাশ ঘটায়। মাটির তৈরি শিল্প, তাঁতশিল্প, কারুশিল্প, স্থাপত্যশিল্প, নকশিকাঁথা, বাঁশ–বেত ও শোলার কাজ ইত্যাদি দৃশ্যশিল্পের অন্তর্গত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলার দৃশ্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পকর্মগুলো হলো বাঁশ ও বেতের তৈরি চেয়ার, ঝুড়ি, মাদুর ও সেলাই করা নকশিকাঁথা। এ শিল্পকর্মগুলো টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বাংলার নারীদের অবদান অবিস্মরণীয়।

গ্রামবাংলায় দেখা যায় যে, অবসর সময়ে বিশেষ করে বিকেলে এক জায়গায় কতগুলো মহিলা একত্রে বসে নানা শিল্পকর্মের কাজ করেন। তাদের মধ্যে কেউ খেজুর পাতা দিয়ে পাটি বা মাদুর তৈরি করেন। কেউ কাঁথা সেলাই করেন, কেউবা তৈরি করেন বাঁশ, বেত ও শোলার সাহায্যে হাতের বিভিন্ন কাজ। এছাড়া বাংলার নকশিকাঁথার কথা না বললেই নয়। গ্রামীণ মহিলারা ঘরে ঘরে কাঁথা সেলাই করে তাতে আশ্চর্য নিপুণতায় গল্পকাহিনী ও ছবি ফুটিয়ে তোলেন। কাঠের কাজ বা কারুশিল্প, শঙ্খের কাজ, বাঁশ, বেত ও শোলার কাজেও নারীরা দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছেন। এ শিল্পকর্মগুলো মূলত নারীদের হাতে সৃষ্টি হয় এবং এগুলো আজও টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বাংলার নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। নারীরা তাদের শৈল্পিক মনের বিকাশ ঘটিয়ে ধৈর্যের সঙ্গে এসব সৃষ্টিশীল কাজ করে থাকেন। এসব কাজের মাধ্যমে তাদের চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে।

উদ্দীপকে তাদের কাজের প্রতিফলন দেখে বলা যায়, উক্ত শিল্পকর্ম এখনও টিকিয়ে রাখতে বাংলার নারীদের অবদান অপরিসীম।

গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন –২ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শিল্প	উপাদান
ক. দুকূল,	পত্রোর্ণ, ক্ষৌমবস্ত্র, কষ্টিপাথর, দেবদেবির মূর্তি।
খ. চর্যাগীতি,	কীর্তনগান, পুঁথিসাহিত্য, গদ্যসাহিত্য।

ক. আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলন করেছেন কে? ১

খ. টেরাকোটা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' শিল্পটির ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "বাঙালির সংস্কৃতির বিকাশে 'খ' শিল্পটির গুরুত্ব অপরিসীম"– বিশ্লেষণ কর। ৪

▸◂ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলন করেছেন।

খ. মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি উৎকীর্ণ করে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়াকে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্প বলা হয়। দিনাজপুরের কান্তজির মন্দিরে এভাবে পোড়ামাটির কাজ দিয়ে রামায়ণের কাহিনী উৎকীর্ণ আছে।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' শিল্পটি হলো তাঁতশিল্প। দৃশ্যশিল্পের এ ধরন যুগে যুগে পল্লবিত হয়েছে। বাংলার তাঁতশিল্পের সুনাম বহুকালের। কৌটিল্য বলেছেন, পুন্ড্রদেশের (উত্তরবঙ্গ) দুকূল শ্যামবর্ণ এবং মণির মতো মসৃণ। দুকূল ছিল খুব মিহি আর ক্ষৌমবস্ত্র একটু মোটা। পত্রোর্ণ নামে এন্ডি বা মুগা জাতীয় সিল্ক তৈরি হতো মগধ ও পুন্ড্রে। সেকালে এ দেশের দুকূল, পত্রোর্ণ ও ক্ষৌম কাপড় বিদেশে রপ্তানি হতো।

ঘ. ছকের 'খ' এর শিল্পকর্মসমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাহিত্য শিল্পকে নির্দেশ করা হয়েছে। যা বাঙালির সংস্কৃতির বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

বাঙালির প্রথম যে সাহিত্যকর্মের সন্ধান পাওয়া যায় তা চর্যাপদ নামে পরিচিত। পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম নেপালের রাজ দরবার থেকে এগুলো আবিষ্কার করেন।

চর্যাগীতির বিখ্যাত রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন লুই পা ও কাহ্ন পা। সুলতানি আমলে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাবে বাংলায় কীর্তনগান রচনার জোয়ার আসে। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনী নিয়ে এসব আবেগপূর্ণ গান রচিত হয়েছে। এগুলো বৈষ্ণব পদাবলী নামে পরিচিত। মুসলমান সমাজে পুঁথিসাহিত্যের ব্যাপক কদর ছিল। পারস্য থেকে পাওয়া নানা কল্পকাহিনী এবং রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে এগুলো রচিত হতো। ইংরেজ আমলে উনিশ শতকে আমাদের দেশে বাংলা গদ্যের সূচনা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত গড়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও সমসাময়িক সাহিত্যিকরা যার ওপর সৌধ তুলেছেন আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে শোভন ও সুন্দর করে পূর্ণতা দিয়েছেন।

চর্যাগীতি, কীর্তনগান, পুঁথিসাহিত্য ও গদ্যসাহিত্যের কারণেই বর্তমান বাংলা একাডেমি, শিশু একাডেমি, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থগার ইত্যাদি গড়ে ওঠেছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি চর্যাগীতি, কীর্তনগান, পুঁথিসাহিত্য, গদ্যসাহিত্য ইত্যাদি বাঙালির সংস্কৃতির বিকাশে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন –৩ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মৌন এবং মিফতা প্রত্যেক বছর ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমিতে বেড়াতে যায়। বাংলা একাডেমি, সেখানে বই কেনার আয়োজন করে। বই মেলার এই বর্ণাঢ্য আয়োজন বাঙারি জাতিকে পুরো একটি মাস ভাষাপ্রেমী করে রাখে। এছাড়াও পুরো বছর জুড়ে বিভিন্ন সংগঠনের থাকে নানামুখী কর্মকান্ড। মৌন ও মিফতা ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানেও যায় বাবার হাত ধরে।

ক. ভাষা আন্দোলন হয়েছিল কত সালে? ১

খ. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর অবদান লেখ। ২

গ. মৌন ও মিফতার বছর জুড়ে বিভিন্ন সংগঠনের যে সকল অনুষ্ঠান উপভোগ করে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মৌন ও মিফতার মনন চর্চা ও সৃজনশীলতার চর্চার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

▸◂ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. ভাষা আন্দোলন হয়েছিল ১৯৫২ সালে।

খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন বাংলা ভাষার একজন গবেষক। তিনি বাংলা ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন। চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেছেন ও আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলন করেছেন।

গ. উদ্দীপকের মৌন ও মিফতা বছর জুড়ে বিভিন্ন সংগঠনের অনুষ্ঠান উপভোগ করে। আমাদের দেশে বছরব্যাপী বইমেলার পাশাপাশি নানা ধরনের অনুষ্ঠান হয়।

পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বলা যায়, চারুকলা, সংগীত–নাটক–নৃত্য প্রভৃতি ললিতকলা চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা, গবেষণা ও প্রসারের জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এছাড়া বিশ্বের যে কোনো উন্নত দেশের মতোই মনন চর্চার জন্য রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, গণগ্রন্থাগার প্রভৃতি। আর সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণ, তা নিয়ে গবেষণা ও প্রদর্শনের জন্য রয়েছে জাতীয় জাদুঘর। এসব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোও নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করে। উপরন্তু দেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করে। খেলাঘর ও কচিকাঁচার আসরের মতো সংগঠনগুলো শিশু–কিশোরদের জন্যই নানা আয়োজন করে। বিভিন্ন নাট্যদল সারাদেশে নাটক মঞ্চায়ন করে। উদ্দীপকের মৌন ও মিফতা বাবার হাত ধরে এসব অনুষ্ঠানই দেখতে যায়।

ঘ. উদ্দীপকের মৌন ও মিফতার মনন চর্চা ও সৃজনশীলতার চর্চার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

আধুনিক কালের মানুষ মননচর্চা ও সৃজনশীলতার চর্চার জন্য নানান প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশেও এ ধরনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন : বাংলা একাডেমি। এটিকে জাতির মননের প্রতীক বলা হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে আসছে। এছাড়া মনন চর্চা ও সৃজনশীলতার জন্যে রয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। চারুকলা ও ললিতকলা চর্চায় সংগঠনটি অনবদ্য ভূমিকা রাখে। এছাড়াও অনেক সংগঠন মনন চর্চা ও সৃজনশীলতার চর্চায় নিরচর কাজ করে চলেছে। আমাদের দেশের এরকম ঐতিহ্যবাহী সংগঠনের মধ্যে বুলবুল ললিতকালা একাডেমি (বাফা), নজরুল একাডেমি ও ছায়ানট উল্লেখযোগ্য। আরও রয়েছে শিশু–কিশোরদের জন্য খেলাঘর ও কচিকাঁচার আসর।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বলা যায় যে, মৌন ও রিফাতের মনন চর্চা ও সৃজনশীলতার চর্চার উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন –৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পটুয়াখালীর রহিমা বেগম সালোয়ার কামিজ ও শাড়িতে সুই–সুতা, পুতি–চুমকি, শামুক–ঝিনুক দিয়ে হাতে নকশা তৈরি করেন। এগুলোকে তিনি ঢাকায় বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করেন। তিনি এলাকার দরিদ্র গৃহিণী ও বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। বর্তমানে এরা সবাই স্বাবলম্বী। মেয়েগুলোকে রহিমা স্থানীয় নৈশ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছেন।

ক. বাঙালি জাতির মননের প্রতীক কী? ১

খ. বাঙালির প্রথম সাহিত্য কর্মের ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন শিল্পকলার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মানব সম্পদ উন্নয়নে রহিমা কোমের ভূমিকা ম্ল্যায়ন কর। ৪

▸◂ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. বাংলা একাডেমি বাঙালি জাতির মননের প্রতীক।

খ. বাঙালির প্রথম সাহিত্য কর্ম চর্যাপদ নামে পরিচিত। পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম নেপালের রাজ দরবার থেকে এগুলো আবিষ্কার করেন। পরে ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গবেষণা করে জানান প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বৌদ্ধ সাধকরা এগুলো লিখেছেন। এই পদসমূহ আমাদের পক্ষে এখন বুঝা কঠিন। শাব্দিক অর্থ ছাড়াও এগুলোর ভাবার্থও বুঝতে হয়। চর্যাগীতির বিখ্যাত রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন লুই পা ও কাহ্ন পা।

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের শিল্পকলার একটি অংশ দশ্যশিল্পের চিত্র ফুটে উঠেছে।

দৃশ্যশিল্পের বেশিরভাগই বস্তুগত শিল্প বা সংস্কৃতি হিসেবে পরিচিত। এসব কাজে একটি জাতির চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন হাতের কাজ, বিভিন্ন জিনিস দিয়ে নকশা, শাড়িতে সুই–সুতার কাজ ইত্যাদি দৃশ্যশিল্পের মধ্যে পড়ে। কারণ এসব কাজে সৃষ্টিশীল দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্দীপকে পটুয়াখালীর রহিমা বেগম সালোয়ার –কামিজ ও শাড়িতে সুই–সুতা, পুঁতি–চুমকি, শামুক–ঝিনুক দিয়ে হাতে নকশা তৈরি করেন। তিনি এলাকার দরিদ্র গৃহিণী ও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজ করান ও তা ঢাকায় বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করেন। এ সমস্ত হাতের কাজে আশ্চর্য নিপুণতার ছাপ পাওয়া যায়। সেই সাথে দক্ষতা ও সৃজনশীলতার মিশেল থাকে বলে এগুলো দৃশ্যশিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশের দৃশ্যশিল্পের চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ. মানব সম্পদ উন্নয়নে রহিমা বেগমের ভূমিকা অপরিসীম।

দেশের জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করতে পারলে একটি জাতির উন্নয়ন সম্ভব। মানবসম্পদ উন্নয়নে সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখে শিক্ষা। কারণ এসব কাজে চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় যা মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে পটুয়াখালীর রহিমা বেগম এলাকার দরিদ্র গৃহিণী ও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সালোয়ার–কামিজ ও শাড়িতে সুই–সুতা, পুঁতি–চুমকি, শামুক–ঝিনুক দিয়ে হাতে নকশা তৈরি করান। এগুলোকে তিনি ঢাকায় বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করেন। তারা আত্মকর্মসংস্থানের পথ পেয়ে নিজেরা নিজেদের সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারছে। সেই সাথে দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি সম্পদে পরিণত হচ্ছে। মেয়েগুলোকে রহিমা স্থানীয় নৈশ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছেন। এতে প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা শিক্ষা গ্রহণের মধ্যদিয়ে তারা সম্পদে পরিণত হতে পারছে। উদ্দীপকের আলোকে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, মানবসম্পদ উন্নয়নে রহিমা বেগমের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন –৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দোলার জন্মদিনে তার মা তাকে ১টি মাটির তৈরি 'ব্যাংক' উপহার দিলেন। দোলা উপহার পেয়ে খুশি হয়ে তার পছন্দের ১টি লোকসংগীত গেয়ে তার বাবা–মাকে খুশি করল।

ক. বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন কোনটি? ১

খ. পুঁথি সাহিত্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জন্মদিনে দোলার পাওয়া উপহারটি যে শিল্পের নিদর্শন বহন করে তার বিবরণ দাও। ৩

ঘ. আধুনিক নগরশিল্প সাহিত্যের কবল থেকে দোলার পরিবেশিত শিল্প রক্ষা করার উপায় বিশ্লেষণ কর। ৪

▸◂ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হলো চর্যাপদ।

খ. পুঁথিসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। মুসলমান সমাজে পুঁথি সাহিত্যের ব্যাপক কদর ছিল। পারস্য থেকে পাওয়া নানা কল্পকাহিনী ও রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে এগুলো রচিত হতো। সেকালে বাড়ি বাড়ি পুঁথি পাঠের আসর বসত, আবার পুঁথি নকল করে সংরক্ষণও করা হতো। ইউসুফ জুলেখা, লায়লি–মজনু, সায়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল, জঙ্গনামা ইত্যাদি বিখ্যাত সব পুঁথির নাম।

গ. জন্মদিনে দোলার পাওয়া উপহারটি দৃশ্যশিল্পের নিদর্শন বহন করে। কারণ উপহারটি ছিল মাটির তৈরি 'ব্যাংক' যা বস্তুগত শিল্পের নিদর্শন। আর বস্তুগত শিল্পের বেশিরভাগই দৃশ্যশিল্প হিসেবে পরিচিত।
বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সুনির্মিত ঘর হলো মাটির তৈরি ও বাঁশের তরজার ছাউনিযুক্ত ঘর। টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্প সোমপুর বিহার, দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির ইত্যাদি জায়গায় পাওয়া যায়। এ সবই দৃশ্যশিল্পের অন্তর্গত। পালযুগে তালপাতার পুঁথিতে দেশীয় রঙ দিয়ে আঁকা ছবির প্রশংসা আধুনিক কালের বিশ্বের শিল্পরসিকদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। বাংলার তাঁতশিল্পের সুনাম বহুকালের। সেকালে দুকূল, পত্রোর্ণ, ক্ষৌম ও কার্পাস কাপড় বিদেশে রপ্তানি হতো। বাংলার বিখ্যাত মসলিন কাপড় নিয়ে বহু কাহিনী বা কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলার শাড়ি এখনও সুপরিচিত। ইরানি তুরানি প্রভাব সংবলিত বাংলার স্থাপত্য নিদর্শন, বাংলার গ্রামীণ নকশিকাঁথা, কাঠের কাজ বা কারুশিল্প, শঙ্খের কাজ, বাঁশ–বেত ও শোলার কাজ ইত্যাদি দৃশ্যশিল্পের অন্তর্গত।

ঘ. দোলার পরিবেশিত শিল্পটি হলো সংগীত শিল্পের একটি অংশ লোকসংগীত। আধুনিক নগরশিল্প সাহিত্যের কবলে লোকসংগীতের অবস্থান কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে।
সারা বাংলা জুড়ে বহু ধরনের আঞ্চলিক লোকগান ছড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে রয়েছে মুর্শিদি, পালাগান, বারমাস্যা, ভাওয়াইয়া ও গম্ভীরা ইত্যাদি। উদ্দীপকে দেখা যায় দোলার পরিবারে ঐতিহ্যবাহী বাংলার সংস্কৃতির চর্চা রয়েছে।
বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনকে লোকসংগীতের উপর প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় খুলে তার চর্চার জন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন মেনে অনুশীলনের ব্যবস্থা আরও বাড়াতে হবে।
লোকসংগীত আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য। একে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। শিশুদেরকে লোকসংগীতের প্রতি আকৃষ্ট করতে ও এর গুরুত্ব অনুধাবন করার তাগিদে লোকসংগীতকে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এভাবে নগরশিল্প সাহিত্যের কবল থেকে দোলার পরিবেশিত শিল্প রক্ষা করা যায়।

প্রশ্ন –৬ ▸ লুই পা লিখেছেন–

" কা আ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল
চঞ্চল চী এ পইঠা কাল ॥"

ক. পাল যুগের পুঁথিগুলো কোন ধর্ম শাস্ত্রের ছিল? ১
খ. টেরাকোটা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চরণ দু'টির ভাবার্থ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সাহিত্যের মর্যাদা রক্ষায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পাল যুগের পুঁথিগুলো ছিল বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের।

খ. মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি উৎকীর্ণ করে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়াকে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্প বলা হয়। এ শিল্পটি শিল্পমূল্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চরণ দুটি বাঙালির প্রথম সাহিত্যকর্মের নিদর্শন চর্যাপদের একটি নমুনা। চর্যাপদের বিখ্যাত রচয়িতা লুই পা চরণদুটি রচনা করেছেন। উল্লিখিত চরণ দুটির ভাবার্থ হলো– শরীরের পাঁচটি ইন্দ্রিয় পাঁচটি ডাল স্বরূপ। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে জানাশোনা চলে। এতে বেশি আকৃষ্ট হলে বস্তুজগতকেই মানুষ চরম ও পরম জ্ঞান করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। মূলত বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রীয় উক্ত প্রাচীন পদ দুইটি অনুসারীদের বস্তু জগতের মোহ থেকে বিমুখ রাখতে রচিত দর্শন বা উপদেশ।

ঘ. উক্ত সাহিত্যটি হলো আদি বাংলা সাহিত্যের নমুনা চর্যাপদ বা বৌদ্ধ সাধকদের রচিত চর্যাগীতি। এটি বাঙালির প্রথম সাহিত্যকর্ম। এই সাহিত্যের মর্যাদা রক্ষায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। তেমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো বাংলা একাডেমি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে আসছে। সেক্ষেত্রে আদি বাংলা সাহিত্য চর্যাপদের মর্যাদা রক্ষায় বাংলা একাডেমির ভূমিকা রয়েছে। এই সাহিত্যের গবেষণা ও প্রসারের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে মনন চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও গণগ্রন্থাগার সমূহ। আবার উক্ত সাহিত্যকে সাংস্কৃতিক নির্দশন হিসেবে সংরক্ষণ, তা নিয়ে গবেষণা ও প্রদর্শনের জন্য রয়েছে জাতীয় জাদুঘর। সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম তেমনি একটি প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও বাংলাদেশের আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উদ্দীপকে নির্দেশিত সাহিত্য চর্যাপদের মর্যাদা রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন –৭ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আমান একটি একাডেমিতে ছবি আঁকা শিখতে যায়। সেখান থেকে সে বিভিন্ন আট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। এযাবৎ আমান বেশ কিছু পুরস্কারও জিতেছে। আমানের এ অর্জনের পেছনে এ একাডেমির বেশ অবদান রয়েছে। এ একাডেমি ও বাংলা একাডেমির মতো বাংলাদেশে এমন আরো প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা সৃষ্টিশীলতার পৃষ্ঠপোষক।

ক. বিজয়গুপ্তের রচিত মঙ্গল কাব্যের নাম কী? ১
খ. গ্রামবাংলার ঘরবাড়িগুলো মাটি ও বাঁশের তৈরি কেন? ২
গ. উদ্দীপকে যে একাডেমির কথা বলা হয়েছে তা কীভাবে আমানের প্রতিভা বিকাশে সহায়ক? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বাংলার বিভিন্ন পতিষ্ঠান সম্পর্কে পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বিজয়গুপ্তের রচিত মঙ্গালকাব্যের নাম মনসামঙ্গাল।

খ. পলিমাটির দেশ আমাদের বাংলাদেশ। এর একদিকে মাটি আর অন্যদিকে এ মাটিতে জন্মায় প্রচুর বাঁশ। মূলত মাটি ও বাঁশের এ সহজলভ্যতার কারণেই গ্রামবাংলার অধিকাংশ মানুষ তাদের ঘরবাড়িগুলো তৈরিতে মাটি ও বাঁশ ব্যবহার করে।

গ. উদ্দীপকে একাডেমি বলতে শিল্পকলা একাডেমিকে বোঝানো হয়েছে।
চারুকলা ও সংগীত–নাকট–নৃত্য প্রভৃতি ললিতকলা চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা, অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি, গবেষণা ও প্রসারের জন্য রয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।
উদ্দীপকের আমান ছবি আঁকা শেখার জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতেই ভর্তি হয়। সেখানে সে চারুকলার নানা দিক সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে, রং সম্পর্কে ধারণা পায়। ফলে সে ধারণানুযায়ী মনের মাধুরী মিশিয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকে। আমানের ছবি বোদ্ধাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এবং দর্শক মহলে বেশ প্রশংসা পায়। আমান ইতিমধ্যে বেশ কিছু পুরস্কারও জিতে নেয়। তাই আমানের এ অর্জনের পেছনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বেশ বড় অবদান রেখেছে।

ঘ. আধুনিককালের মানুষ মননচর্চা ও সৃজনশীলতা চর্চার জন্য নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, বাংলাদেশেও এ ধরনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।
১৯৫২–এর ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে ও ১৯৫৪–এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা একাডেমি। এছাড়া চারুকলা ও সংগীত–নাটক–নৃত্য প্রভৃতি

ললিতকলা চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা, অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি, গবেষণা ও প্রসারের জন্য রয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

বিশ্বের যেকোনো উন্নত দেশের মতোই এদেশে মননচর্চার জন্য রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, গণগ্রন্থাগার প্রভৃতি। আর সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণ, তা নিয়ে গবেষণা ও তা প্রদর্শনের জন্য রয়েছে জাতীয় জাদুঘর। । এছাড়া চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন বা জাতীয় উদ্যান, নভোথিয়েটার, বিজ্ঞান জাদুঘরসহ নানা প্রতিষ্ঠান দেশে গড়ে উঠেছে। খেলাঘর ও কচিকাঁচার আসরের মতো সংগঠনগুলো সারা দেশে শিশু-কিশোরদের জন্য কাজ করে। ঢাকা ও সারা দেশে অনেকগুলো নাট্যদল নিয়মিত নাটক মঞ্চায়ন করে থাকে। রয়েছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, রবীন্দ্র সংগীত সম্মিলন পরিষদ, নাট্য সমন্বয় পরিষদের মতো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন।

প্রশ্ন –৮ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জ্যোৎস্না রাত্রিতে মোল্লা বাড়ির উঠানে বেশ বড় রকমের আসর জমে উঠেছে। গ্রামের সবাই সারাদিনের কর্মব্যস্ততা ভুলে সেখানে মাটিতে চাটাই বিছিয়ে বসেছে। তার মাঝখানে বসে ঢুলে ঢুলে সুর করে সুরত আলী পড়ছে–

"কী কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান
দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের পরান
আকাশের চন্দ্র যেভাবে ভেলুয়া সুন্দরী
দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্রকুলের পরী।"

[লক্ষ্মীপুর আদর্শ সামাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেন কে? ১
খ. পোড়ামাটির শিল্প বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সুরত আলীর পঠিত বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে শিল্পের কোন অংশটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসেবে সুরত আলীর পঠিত বিষয়টির অবদান বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেন।

খ. পোড়ামাটির শিল্প হচ্ছে মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি উৎকীর্ণ করে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়া। এগুলোকে টেরাকোটা ও বলা হয়।

গ. সুরত আলীর পঠিত বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের পুঁথি অংশের প্রকাশ পেয়েছে। পুঁথি সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় অংশ। একসময় মুসলমান সমাজে পুঁথি সাহিত্যের ব্যাপক কদর ছিল। পারস্য থেকে পাওয়া নানা কল্পকাহিনী এবং রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে এগুলো রচিত হতো। সেকালে বাড়ি বাড়ি পুঁথি পাঠের আসর বসত। যেমনটি দেখা যায় উদ্দীপকের সুরত আলীর আসরে গ্রামের সকল বয়সের লোক যোগাদান করেছে। পুঁথি পাঠক যখন পুঁথি পাঠ করতেন তখন সকলে চুপ থেকে পুঁথি পাঠ শুনতেন। ইউসুফ-জুলেখা, লায়লি-মজনু, সায়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল, জঙ্গনামা ইত্যাদি বিখ্যাত সব পুঁথির নাম।

সুতরাং বলা যায়, সুরত আলীর পঠিত বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের পুঁথি সাহিত্যের অংশটি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ. বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসেবে পুঁথি সাহিত্যের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। প্রাচীনকালে বাঙালির সংস্কৃতিতে পুঁথি সাহিত্য একটি বিরাট অংশ দখল করে রেখেছে। তৎকালীন সময়ে মুসলমান সমাজে পুঁথি সাহিত্যের ব্যাপক কদর ছিল। পারস্য থেকে পাওয়া নানা কল্পকাহিনী এবং রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে এগুলো রচিত হতো। সেকালে বাড়ি বাড়ি পুঁথি পাঠের আসর বসত, আবার পুঁথি নকল করে সংরক্ষণও করা হতো। উদ্দীপকে জ্যোৎস্না রাত্রিতে মোল্লা বাড়ির উঠানে বেশ বড় রকমের পুঁথি পাঠের আসর জমে উঠে। গ্রামের সবাই সারাদিনের কর্মব্যস্ততা ভুলে সেখানে চাটাই বিছিয়ে বসে সুরত আলী পঠিত পুঁথি শোনে। ইউসুফ-জুলেখা, লায়লি-মজনু, সায়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল, জঙ্গনামা ইত্যাদি বিখ্যাত পুঁথিগুলো বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এছাড়াও আলাওল রচিত পদ্মাবতী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত।

বাঙালি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এই পুঁথি সাহিত্য। তখনকার সমাজজীবনে এর প্রভাব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাই বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসেবে পুঁথি সাহিত্যের অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন –৯ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

স্বপনের গ্রামে ফসল কাটার পর বিভিন্ন প্রকার গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই গানের অনুষ্ঠানে বাউল, ভাটিয়ালি গানের আসর ছাড়াও নানা রকম আঞ্চলিক গান হয়ে থাকে। সে গ্রামে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করে, তারা একে অপরের বন্ধু। গানের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের বন্ধন আরও মজবুত হয়। স্বপন বিশ্বাস করে, "সংগীত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলে।"

ক. উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে কার প্রভাব চিরস্মরণীয়? ১
খ. বাংলার তাঁত শিল্পের সুনাম সম্পর্কে লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে বাংলার কোন শিল্পের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সংগীত সম্পর্কে স্বপনের বিশ্বাসের সাথে তুমি একমত? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক. উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর প্রভাব চিরস্মরণীয়।

খ. বাংলার তাঁতশিল্পের সুনাম বহুকালের। সেকালে এদেশের দুকূল, পত্রোর্ণ, ক্ষৌম ও কার্পাস কাপড় বিদেশে রপ্তানি হতো। বাংলার বিখ্যাত মসলিন কাপড় এতই সূক্ষ্ম ও উন্নতমানের ছিল যে এ কাপড় নিয়ে বহু কাহিনী বা কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছিল।

গ. উদ্দীপকে বাংলার সংগীত শিল্পের কথা বলা হয়েছে। এখানকার মাঠে-প্রান্তরে কৃষক ও নদী-খালে মাঝি গলা ছেড়ে গান গায়। অতীতে হিন্দু সমাজে কীর্তন গান হতো এবং এখনও হয়। তবে বাউল ও ভাটিয়ালি গান গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সবাই গেয়ে থাকে। মুর্শিদি, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা ইত্যাদি বহু ধরনের লোকগান ছড়িয়ে আছে সারা বাংলাজুড়ে। শহরাঞ্চলে একসময় খেউড়, খেমটা প্রভৃতি গানের আসর বসত। উদ্দীপকে স্বপনের গ্রামে ফসল কাটার পর গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলার সংগীত শিল্পের কথা বলা হয়েছে।

ঘ. সংগীত সম্পর্কে স্বপনের বিশ্বাসের সাথে আমি একমত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য ভালোবাসা, মানুষে মানুষে সম্প্রীতি। বাংলাদেশের সব ধর্মের মানুষ অতীতে নিজ নিজ বিশ্বাস থেকে এ সাধনা করে চলেছে। উদ্দীপকের স্বপনের গ্রামের হিন্দু-মুসলমান একে অপরের বন্ধু। তাই হিন্দু-মুসলিম একসাথে এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। আনন্দ আহ্লাদ একসাথে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। আমাদের সংগীতের মূলকথা হলো উদার প্রকৃতি এবং মানুষ। কোনো ধর্মীয় ভাবাবেগে এখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আমাদের সঙ্গীত সাধনার মধ্যে আল্লাহর কথা যেমন আছে তেমনি আছে মানুষের কথা।

তাই স্বপনের বিশ্বাসের সাথে আমিও একমত হয়ে বলতে পারি, "সংগীত সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলে।"

প্রশ্ন –১০ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নকিব তার ভাইয়ের সাথে 'ক' নামক একটি প্রতিষ্ঠানে বেড়াতে যায় যে প্রতিষ্ঠানটি একটি নির্বাচন ও আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান একুশে বই মেলাসহ সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। সে আরও জানতে পারে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি জাতির মননচর্চা ও সৃজনশীলতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। [গভ. ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন কখন হয়? ১
খ. পুঁথি সাহিত্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নকিব তার ভাইয়ের সাথে কোন প্রতিষ্ঠানে বেড়াতে গিয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শুধু কি উক্ত প্রতিষ্ঠানই জাতির মননচর্চা ও সৃজনশীলতার বিকাশে ভূমিকা রাখে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন হয় ১৯৫৪ সালে।

খ. পুঁথিসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। পারস্য থেকে পাওয়া নানা কল্পকাহিনী ও রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে এগুলো রচিত হতো। সেকালে বাড়ি বাড়ি পুঁথি পাঠের আসর বসত, আবার পুঁথি নকল করে সংরক্ষণও করা হতো।

গ. নকিব তার ভাইয়ের সাথে বাংলা একাডেমিতে বেড়াতে গিয়েছিল। বাংলা একাডেমি ১৯৫২–এর ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে ও ১৯৫৪–এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটিকে জাতির মননের প্রতীক বলা হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে আসছে। বাংলা একাডেমি বাংলা বানান রীতির জন্য বাংলা অভিধান প্রণয়ন করে থাকে। বাংলা একাডেমি একুশে বইমেলাসহ সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।
উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে নকিব তার ভাইয়ের সাথে 'ক' নামক প্রতিষ্ঠান তথা বাংলা একাডেমিতে গিয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটি একশে বইমেলাসহ সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানটি জাতির মননচর্চা ও সৃজনশীলতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুতরাং নকিব তার ভাইয়ের সাথে বাংলা একাডেমিতে গিয়েছিল।

ঘ. বাংলা একাডেমিই শুধু জাতির মননচর্চা ও সৃজনশীলতার বিকাশে ভূমিকা রাখে না, এরূপ আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন : বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, বিশ্ববিদ্যালয়, গণগ্রন্থাগার, জাতীয় জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন বা জাতীয় উদ্যান, নভোথিয়েটার, বিজ্ঞান জাদুঘরসহ নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও গড়ে উঠেছে এ ধরনের বেশকিছু প্রতিষ্ঠান। রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এরকম কয়েকটি উদ্যোগ।
এছাড়াও অনেক সংগঠন সংস্কৃতি চর্চায় নিরন্তর কাজ করে চলেছে। আমাদের দেশের এরকম ঐতিহ্যবাহী সংগঠনের মধ্যে বুলবুল ললিতকালা একাডেমি (বাফা), নজরুল একাডেমি ও ছায়ানট উল্লেখযোগ্য। উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই গণসংগীতের চর্চা করে আসছে। খেলাঘর ও কচিকাঁচার আসরের মতো সংগঠনগুলো সারাদেশে শিশু–কিশোরদের জন্য কাজ করে। এছাড়াও আছে ঢাকা ও সারাদেশে অনেকগুলো নাট্যদল। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, রবীন্দ্র সংগীত সম্মেলন পরিষদ, নাট্য সমন্বয় পরিষদ, আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের মতো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজধানীভিত্তিক ফেডারেশন।
উল্লিখিত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, শুধু বাংলা একাডেমিই জাতির মননচর্চা ও সৃজনশীলতা বিকাশে ভূমিকা রাখে না।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন –১১

শিল্পের নাম	উপাদান
ক	কান্তজির মন্দির, সোমপুর বিহার
খ	মুর্শিদি, বারমাস্যা, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা

ক. বাংলা সাহিত্যের আদি নির্দশন কী? ১
খ. বাংলা একাডেমিকে জাতির মননের প্রতীক বলা হয় কেন? ২
গ. ছকের শিল্পকর্মটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩
ঘ. বাঙালির সংস্কৃতি বিকাশে ছকের 'খ' শিল্পকর্মের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন –১২ বরিশালের পাতাকাটা গ্রামের দরিদ্র নারীরা মিলে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। সংগঠনের নারীরা বেতও বাঁশ দিয়ে ঝাড়, কুলা, শীতলপাটি ইত্যাদি তৈরী করে বাজারে বিক্রি করে। এদের অনেকেই নানা রঙ ও ডিজাইনের কাঁথা তৈরীতে বেশ দক্ষতার পরিচয় দেয়।
ক. টেরাকোটা কী? ১
খ. 'বাংলা চিরকালই সংগীতের দেশ' ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বাংলার কোন শিল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত শিল্পকর্ম টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বাংলার নারীদের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন –১৩ তাহসিন ও শায়লা একুশের বইমেলায় গিয়ে বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি বই দেখছিল। তাহসিন একটি বই খুলে কিছু অজানা বাক্য দেখতে পায়। শায়লা তাহসিনকে বলল, এগুলো আদি বাংলা সাহিত্যের নমুনা। এই সাহিত্যকর্মের ধারাবাহিকতায় বাংলার অনেক কবি সাহিত্যিক আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।
ক. শিল্পকলা কাকে বলে? ১
খ. পোড়ামাটির শিল্প বলতে কী বোঝায়? ২
গ. তাহসিনের অজানা বাক্যগুলোতে বাংলা সাহিত্যের কোন সাহিত্যকর্মের নমুনা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শায়লার শেষোক্ত উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন –১৪ প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে সজীব ও রাজীব বাংলা একাডেমিতে বই মেলায় যায়। বই মেলার এ বর্ণাঢ্য আয়োজন বাঙালী জাতিকে পুরো এক মাস উৎসবমুখর করে রাখে। এছাড়াও পুরো বছর জুড়ে বিভিন্ন সংগঠনের থাকে নানামুখী সৃজনশীল কর্মতৎপরতা।
ক. বাংলা চিরকালই কিসের দেশ? ১
খ. সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সজীব ও রাজীবের দেখা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের আয়োজন সত্যিই সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন –১৫ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
জোহরা বানু মহিলাদের পোশাক তৈরি করেন। তিনি দরিদ্র গৃহিণী ও বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়েরও খবর রাখেন। একদিন তার ছেলে ইমন টিভিতে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে একটি দলের বিচার দেখে জোহরা বানুর নিকট এ ব্যাপারে জানতে চায়। জোহরা বানু বলেন, এসব পাষন্ডরা এদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। [২য় ও ৩য় অধ্যায়]

ক. মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে কতটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়? ১
খ. বৈষ্ণব পদাবলী বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন শিল্পকলার চিত্র ফুটে উঠেছে?

ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইমনের সংবাদপত্রে দেখতে পাওয়া অপরাধীদের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা উপস্থাপন কর। ৪

▸◂ ১৫নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়।

খ. সুলতানি আমলে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাবে বাংলায় কীর্তন গান রচনার জোয়ার আসে। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনী নিয়ে এসব আবেগঘন গান রচিত হয়। এগুলোকে বলা হয় বৈষ্ণব পদাবলী। এ পদাবলীর বিখ্যাত পদকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস প্রমুখ। অনেক মুসলমান কবিও পদাবলী রচনা করেছেন।

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের শিল্পকলার একটি অংশ দৃশ্যশিল্পের চিত্র ফুটে উঠেছে। দৃশ্যশিল্পের বেশিরভাগই বস্তুগত শিল্প বা সংস্কৃতি হিসেবে পরিচিত। এসব কাজে একটি জাতির চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন হাতের কাজ, বিভিন্ন জিনিস দিয়ে নকশা, শাড়িতে সুই–সুতার কাজ ইত্যাদি দৃশ্যশিল্পের মধ্যে পড়ে। কারণ এসব কাজে সৃষ্টিশীল দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেরূপ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় উদ্দীপকের জোহরা বানুর মধ্যে। জোহরা বানু দরিদ্র গৃহিনী ও বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে মহিলাদের পোশাক তৈরি করেন। এসব মূলত বাংলাদেশের শিল্পকলার অংশবিশেষ দৃশ্যশিল্পেরই রূপ।

ঘ. ইমন সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধের মানবতা বিরোধী শক্তির বিচারের কথা জানতে পারে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের প্রায় সকল মানুষই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র অংশ এর বিরোধিতা করে। তারা দেশবাসীর স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেদেরকে মানবতাবিরোধী শক্তিতে পরিণত করে। স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের বিচার আজ সংবাদপত্রের গৌরবময় সংবাদ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী শক্তির ভূমিকা ছিল হৃদয়বিদারক মানবতাবিরোধী অপরাধীরা এদেশে ত্রাসের সৃষ্টি করে। তারা পাকিস্তানিদের সঙ্গে মিলে হত্যা, লুট, অগ্নিকান্ড, নারী নির্যাতন শুরু করেছিল, যা সারাদেশে ত্রাস সৃষ্টি করে। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীকে পথ চিনিয়ে দিতে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের নিয়ে যেতে গঠন করে ১৪০ সদস্যবিশিষ্ট 'ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি'। মানবতাবিরোধী অপরাধীরা মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিবাহিনী বাঙালি ও প্রগতিশাল বাঙালিদের খুঁজে তাদের তালিকা করে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। এছাড়াও শান্তি কমিটি বুদ্ধিজীবীদের হত্যার মতো মারাত্মক অপরাধ করে। এভাবে দেশবিরোধী ও মানবতাবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল কিছু এদেশীয় বিভ্রান্ত দালালগোষ্ঠী।

প্রশ্ন –১৬ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আকবর খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক। বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক অস্থিরতা তাকে পীড়া দেয়। একটি কারণে তিনি ব্রিটিশ শাসনকে ঘৃণা করতে পারেন না। তিনি মনে করেন ইংরেজরা রাজনীতি আর সামাজিক উন্নয়নকে আলাদা করে দেখত। তার বাড়িতে মাঝে মাঝে পুঁথি পাঠের আসর বসে। তিনি মনে করেন পুঁথি রচনা আমাদের শিল্প সাহিত্য বিকাশের অন্যতম একটি ধারা। [১ম ও ৩য় অধ্যায়]

ক. চর্যাপদ আবিষ্কার করেন কে? ১

খ. বৈষ্ণব পদাবলী বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আকবর খান ইংরেজ শাসনের কোন দিকটির কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পুঁথি রচনা আমাদের বাংলা সাহিত্য বিকাশের অন্যতম একটি ধারা'– কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

▸◂ ১৬নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ আবিষ্কার করেন।

খ. সুলতানি আমলে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাবে বাংলায় কীর্তনগান রচনার জোয়ার আসে। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনী নিয়ে এসব আবেগপূর্ণ গান রচিত হয়েছে। এগুলোকে বলা হয় বৈষ্ণব পদাবলী। এ পদাবলীর পদকর্তাদের মধ্যে আছেন বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস প্রমুখ। অনেক মুসলমান কবিও পদাবলী রচনা করেন।

গ. আকবর খান ইংরেজ শাসনের সামাজিক উন্নয়নের দিকটির কথাই বলেছেন।

ইংরেজরা এদেশের কৃষি, অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থায় তাদের সুবিদাবাদী মনোভাব গ্রহণ করেছিল। তবে এদেশের শিক্ষা বিস্তার ও আধুনিক জ্ঞান–বিজ্ঞানের বিকাশেও তাদের অবদান রয়েছে।

মুনাফা আর সম্পদ পাচার ছিল ইংরেজ শাসনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু কতিপয় বিদ্যানুরাগী ইংরেজ প্রশাসকের বদৌলতে এদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। যা এদেশের মানুষকে নানামুখী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করে। এতে সমাজে আসে পরিবর্তন। কুসংস্কারের বিপরীতে ঠাঁই পায় মানবতাবোধ। শুরু হয় নবজাগরণ।

ঘ. 'পুঁথির' রচনা আমাদের বাংলা সাহিত্য বিকাশের অন্যতম একটি ধারা'– কথাটি উদ্দীপকের আলোকে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো–

মুসলমান সমাজে পুঁথিসাহিত্যের ব্যাপক কদর ছিল। পারস্য থেকে পাওয়া নানা কল্পকাহিনী এবং রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে এগুলো রচিত হতো। সেকালে বাড়ি বাড়ি পুঁথি পাঠের আসর বসত, আবার পুঁথি নকল করে সংরক্ষণও করা হতো। ইউসুফ–জোলেখা, লায়লি–মজনু, সায়ফুল মুলক বদিউজ্জামান, জঙ্গনামা ইত্যাদি বিখ্যাত পুঁথির নাম। আলাওল রচিত পদ্মাবতী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, 'পুঁথির' রচনা আমাদের বাংলা সাহিত্য বিকাশের অন্যতম একটি ধারা।'

অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ সুলতানি আমলের একটি স্থাপত্যের নাম লেখ।
উত্তর : নবাব কাটরা কেল্লা সুলতানি আমলের একটি স্থাপত্য নিদর্শন।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ পালযুগের তালপাতার পুঁথিগুলো ছিল কোন ধর্ম শাস্ত্রের?
উত্তর : পালযুগের তালপাতার পুঁথিগুলো ছিল বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রের।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ বাংলাদেশের পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারে কিসের প্রচুর যথেষ্ট কাজ রয়েছে?
উত্তর : বাংলাদেশের পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারে পোড়ামাটির প্রচুর কাজ রয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ মুগা জাতীয় সিল্ক কী নামে পরিচিত ছিল?
উত্তর : মুগা জাতীয় সিল্ক পত্রোর্ণ নামে পরিচিত ছিল।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ কার হাতে বাঙালির নাগরিক গান উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছে?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে নাগরিক গান উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ চিত্রকলার পথিকৃৎ ধরা হয় কাকে?
উত্তর : চিত্রকলার পথিকৃৎ ধরা হয় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ বাঙালি মুসলমান সমাজে নৃত্য চর্চার দ্বার উন্মোচন করেন কে?
উত্তর : বাঙালি মুসলমান সমাজে নৃত্য চর্চার দার উন্মোচন করেন বুলবুল চৌধুরী।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ আব্দুল আলীম লোক সংগীতের কী হিসেবে পরিচিত?
উত্তর : আব্দুল আলীম লোক সংগীতের যুবরাজ হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ লোকগানের সম্রাট বলা হয় কাকে?
উত্তর : লোকগানের সম্রাট বলা হয় আব্বাসউদ্দিন আহমদকে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে কোন মহিলার নাম স্মরণীয়?
উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে জাহানারা ইমামের নাম স্মরণীয়।

◘ অনুধাবনমূলক ---------- //

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ বৈষ্ণব পদাবলী বলতে কী বুঝ?
উত্তর : সুলতানি আমলে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাবে বাংলায় কীর্তন গান রচনার জোয়ার আসে। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনী নিয়ে এসব আবেগঘন গান রচিত হয়। এগুলোকে বলা হয় বৈষ্ণব পদাবলী। এ পদাবলীর বিখ্যাত পদকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস প্রমুখ। অনেক মুসলমান কবিও পদাবলী রচনা করেছেন।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ এফ. আর খানকে নিয়ে আমাদের গর্বের কারণ কী?
উত্তর : স্থাপত্যকলায় উৎকর্ষতা অর্জনের জন্যই এফ. আর খান আমাদের গর্ব। স্থাপত্যকলায় চমৎকার ভবন নির্মাণ পদ্ধতি তিনি প্রবর্তন করেন। বিশ্বের বহু বিখ্যাত ভবন ও স্থাপনার নকশার জন্য এফ. আর খান বিখ্যাত। তিনি আমাদের গর্ব।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ বাংলা স্থাপত্য শিল্পে কখন থেকে ইরানি তুরানি প্রভাব পড়তে শুরু করে? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : সুলতানি আমল থেকে বাংলা স্থাপত্যশিল্পে ইরানি তুরানি প্রভাব পড়তে শুরু করে। গম্বুজ ও খিলানসহ মসজিদ তো নির্মিত হয়েছেই, অনেক দপ্তর ও বাড়িঘরও তৈরি হয়েছে এই রীতিতে। ছোট সোনা মসজিদ, নবাব কাটরা, ঢাকার লালবাগের কুঠি এ সময়ের স্থাপত্য নিদর্শন।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ বাংলায় বিভিন্ন সময়ে উৎপাদিত কাপড়ের বিবরণ দাও।
উত্তর : বাংলায় বিভিন্ন সময়ে যেসব কাপড় উৎপন্ন হতো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো খাসা, এলাচি, হামাম, চৌতা, উতানি, সুসিজ, কোসা, মলমল, দুরিয়া, শিরবান্দ ইত্যাদি। বাংলার বিখ্যাত মসলিন কাপড় এতই সূক্ষ্ম ও উন্নতমানের ছিল যে, এ কাপড় নিয়ে বহু কাহিনী বা কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ নাগররিক সংগীতের বিকাশের ধারায় কাদের অবদান উল্লেখযোগ্য?
উত্তর : নিধুবাবু, কালী মির্জা প্রমুখ হয়ে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলার নাগরিক গান উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছায়। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" গানটি আজ আমাদের জাতীয় সংগীত। তিনি এ গানের সুর নিয়েছেন বাউল গানের সুর থেকে। রবীন্দ্রনাথের পথ ধরে পরবর্তীতে আরও অনেকেই বাংলার নাগরিক গানকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের মধ্যে আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আপন স্বাতন্ত্র্যে ও বৈচিত্র্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। মাত্র বিশ বছরের সৃষ্টিশীল জীবনে তিনি প্রায় ছয় হাজার গান লিখে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন অসংখ্য ভক্তের হৃদয়ে।